স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হেলথ হোম

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সুদীপ্তা সেন (ছাত্রী জার্নালিসম এবং মাস কমিউনিকেশন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

২১ ফেব্রুয়ারি - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রতি বছর ভাষাগত - সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি বহুভাষিকতার প্রচারের জন্য বিশ্বজুড়ে পালিত হয়। তবে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে রয়েছে নিরলস সংগ্রাম, হার না মানা মনোভাব। দিনের পর দিন বাংলা ভাষার অপমান, বাংলাভাষী মানুষদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের স্ফুলিঙ্গ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ার সেই ভয়াবহ দিন ১৯৪৮ সালের ২১ শে মার্চ, ইতিহাসের পাতায় যা আজও জ্বলজ্বল করছে, ফিরে দেখা যাক সেই দিনটিকে।

ভারতীয় উপমহাদেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান দুটো আলাদা ভুখন্ডে ভাগ হয়ে গেছে, যার মধ্যে অন্যতম পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান ভাষা বাংলা, পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু। এদিকে উর্দু ভাষা পোষণকারী ক্ষমতাসীন পাকিস্তান সরকারের বাংলা ভাষার প্রতি চিরকাল তীব্র বিদ্বেষ-ঘৃণা। সেই বিদ্বেষ - তাচ্ছিল্যতার ক্ষোভ বাংলাভাষী মানুষদের মনে দীর্ঘদিন জমতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২১ শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের রমনা রেসকোর্স ময়দানে যেটি বর্তমান বাংলাদেশের সোহরার্দী উদ্যান (Suhrawardy Udyan) নামে পরিচিত। সেখানে একটি বিরাট জনসমাবেশে রাষ্ট্রীয় ভাষা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করে বলেন — 'Urdu and urdu shall be the state language of Pakistan'। সোজা কথায়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে একমাত্র উর্দু। এরপরই রেসকোর্সের ময়দানে উপস্থিত হাজার হাজার বাঙালি ক্ষোভে ফেটে পড়েন। না না শব্দে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। তাঁরা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালি এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই গ্রাহ্য করবে না। এই ঘটনা বাঙালির বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনকে ঘর থেকে রাজপথে বেড়িয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিল। ধীরে ধীরে আন্দোলন আরও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে, এরপর আসে সেই ঐতিহাসিক দিন ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি। এর ঠিক একদিন আগে অর্থাৎ ১৯৫২-র ২০ ফেব্রুয়ারি জানা যায় ২১ শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ক্ষমতাধারী পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করতে চলেছে।

এদিকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারিই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার দাবিতে হরতাল মিছিল করবে সেটা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। এই ১৪৪ ধারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ছোটছোট দলে ভাগ হয়ে প্রতিবাদ মিছিল করতে থাকে এবং সকলে মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে জড়ো হয়। ভাষা আন্দোলনের সৈনিক সভাপতি গাজীউল হকের নেতৃত্বে শুরু হয় সভা। এরপরই হঠাৎ খবর আসে ঢাকার লালবাগে স্কুল পড়ুয়াদের উপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে পাকিস্তান পুলিশ। ঘটনা জানার পরই গাজীউল হক এবং ভাষা আন্দোলনের আরেক সৈনিক আব্দুল মতিন ১৪৪ ধারা বয়কট করার পক্ষে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। এই ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে এমন অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে যায়, যা বাংলা ভাষার ইতিহাসকে পুরোপুরি বদলে দেয়। প্রশাসনিক বর্বরতা এমন জায়গায় পৌঁছয় সেখানে নিজের ভাষার সম্মান রক্ষা করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বাঙালি যুবসমাজ। আন্দোলনরত ছাত্র-সমাজ-কর্মীদের উপর পরপর গুলি বর্ষণ আব্দুল জব্বার, শফিউল, সালাম, রফিক বরকত সহ অনেক তরুণের প্রাণ কেড়ে নেয়। ওই দিন যাঁরা যাঁরা প্রাণ হারায় তাঁদের স্মৃতি রক্ষা বলিদানকে মনে রাখার জন্য ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণে এক রাতের মধ্যেই একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে ফেলা হয়। কিন্তু ২৬শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার আবার নিজেদের হিংস্রতার পরিচয় দেয়, সেই স্মৃতিস্তম্ভ গুঁড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা ভাষা আন্দোলনকে আরও মজবুত করে তোলে।

দু-বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের ৯ই মে গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম - আন্দোলনের পর অবশেষে বাংলাভাষা সেই স্বীকৃতি লাভ করে। 'একুশে মানে মাথা নত না করা' - এই স্লোগান বাঙালি কণ্ঠে স্বমহিমায় বিরাজমান। এরপর ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীন হয় পূর্ব পাকিস্তান। জন্ম নেয় বাংলাদেশ। তবে বাংলাভাষা নিয়ে সংগ্রাম একবারও থেমে যায়নি, তা চলতেই থাকে। বাংলা ভাষাকে আরও বৃহত্তর জায়গায় পৌঁছে দিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান বহু বাঙালি। এবং তাদের দীর্ঘদিনের এই প্রচেষ্টা সত্যি সত্যিই বাস্তবায়িত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে আয়োজিত ইউনেসকোর ৩০ তম অধিবেশনে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করার প্রস্তাব পাশ হয়। ১৮৮ টি দেশ এই বিষয়কে সমর্থন জানায় এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গৃহীত হয়। এরপর ২০১০ সালের ২১ শে অক্টোবর জাতিসংঘের ৬৫তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তাব আনে, যা সর্বসম্মতে গৃহীত হয়।

আজ বাঙালি যে এই দিনটিকে সগৌরবে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করছে, বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পিছনে কিন্তু সেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির একগুচ্ছ তাজা প্রাণের আত্মবলিদান। ভাষার জন্য আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে নতুন একটা দেশের জন্ম পৃথিবীর ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোনও নিদর্শন পাওয়া সত্যিই অসম্ভব। যে প্রান্তেই আজ বাঙালি থাকুক না কেন - যত দূর দূরান্তে থাকুক - কাঁটা তারের বেড়া যতই চওড়া হোক না কেন আনন্দ আহ্লাদ-ভালোবাসা-ঝগড়া-দুঃখ-মান-অভিমান-খুঁনসুটি-উল্লাস-উৎসব সবই হোক বাংলায়। বীরদর্পে এগিয়ে চলুক বাংলাভাষা, দেশের কল্যাণে দশের কল্যাণে এগিয়ে চলুক আপামর বাঙালি।

কুষ্ঠরোগ নির্মূল করতে চাই সকলের উদ্যোগ

ডাঃ গোপাল দাস (বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

কুষ্ঠ বা লেপ্রসী রোগ আমাদের দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অসুখ, কারণ দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেও এই অসুখকে নির্মূল করা যাচ্ছে না। সারা পৃথিবীতে যত মানুষ নতুনভাবে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন, তার অর্ধেকেরই বাস ভারতে। রোগ নির্ণয়ে দেরী হওয়ার কারণে জটিলতা ও অঙ্গবিকৃতিও বেশী ঘটে আমদের দেশে। এই অসুখ সম্পর্কে অজ্ঞতা, আশঙ্কা, ভয়, কুসংস্কার ও কুষ্ঠরোগীদের সমাজ বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতাই এই অসুখ নির্মূল করার পথে প্রধান বাধা। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন ধরে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ও কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করেছেন। তাই সারা পৃথিবীতে জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবার 'কুষ্ঠ বা লেপ্রসী দিবস' পালন হলেও, আমাদের দেশে গান্ধী হত্যার দিন ৩০শে জানুয়ারি দিনটিকে 'জাতীয় কুষ্ঠ দিবস' হিসাবে পালন করা হয়।

জীবাণুর পরিচয় ঃ ১৮৭৩ সালে নরওয়ের বিজ্ঞানী জেরহার্ড হেনরিক আর্মার হ্যানসেন কুষ্ঠ বা লেপ্রসীর জীবাণু 'মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রা' ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেন। আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই অসুখকে তাই 'হ্যানসেনের অসুখ' নামেও অভিহিত করা হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এই জীবাণুগুলিকে দেখতে টিবি বা যক্ষ্মার জীবাণু (মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবার-কুলোসিস)-এর মতো 'রড' আকৃতির - দুই প্রাপ্ত গোলাকার, দুইপাশ সমান্তরাল। লেপ্রসী অসুখটা সুদীর্ঘকাল ধরেই সমাজে আছে — খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ সালে 'শুশ্রুত সংহিতা'য় ও খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৩ সালে 'চরক সংহিতা'য় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সংক্রমণ কিভাবে ঃ কুষ্ঠ বা লেপ্রসী-র জীবাণু খুব ধীরগতিতে শরীরে ছড়ায়, তাই উপসর্গ দেখা দেয় অনেক দেরীতে। যদিও সাধারণতঃ সংক্রমণের ২-৪ বছর পর উপসর্গ দেখা দেয়, কিন্তু এই সময়টা কয়েক মাস থেকে ২০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। লেপ্রসী রোগীদের দশ শতাংশ শিশু — সাধারণত ৫-১৪ বৎসর বয়সী শিশুরা আক্রান্ত হয়। কিন্তু যেসব দেশে লেপ্রসী আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশী (যেমন আমাদের দেশে), সেখানে ০-৪ বৎসর বয়সের শিশুরাও আক্রান্ত হতে পারে।

শরীরের সমস্ত অঙ্গই লেপ্রসীতে আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু বিশেষতঃ চামড়া, স্নায়ু বা নার্ভস (হাত, পা, মুখের স্নায়ু), শ্বাসনালীর উপরিভাগের ভিতরের আস্তরণ বা মিউকোসা ও চোখ আক্রান্ত হয় বেশী। সংক্রমিত মানুষের সংস্পর্শে অনেকদিন থাকলে সংস্পর্শে থাকা মানুষের মধ্যে এই অসুখটা সংক্রমিত হতে পারে। কোভিড-এর মতো হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে নাক ও মুখ নিঃসৃত লালার ছোট ছোট কণার মাধ্যমে এই সংক্রমণ ছড়ায়। অচিকিৎসিত লেপ্রসী রোগীদের (লেপ্রমেটাম লেপ্রসী), নাকের নিঃসরণ থেকে প্রতিদিন ১০০ মিলিয়ন জীবাণু নিঃসৃত হতে পারে। তাই সাধারণতঃ একই পরিবারের অনেকের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া শরীরের কোন কাটা, ছড়ে যাওয়া, পোকা মাকড়ের কামড়ের জায়গা, মায়ের বুকের দুধ, সংক্রমিত সিরিঞ্জ, ছুঁচ থেকেও সংক্রমণ ঘটতে পারে। আসবাবপত্রে ছড়িয়ে থাকা লালা থেকেও

(এরপর ৩য় পাতায়)

সম্পাদকীয়

গত ডিসেম্বর মাসে গঙ্গারামপুরে সাড়ম্বরে রাজ্য উৎসবের পরে ''হাঁটো সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে, বাঁধো মানবতার বন্ধনে'' — এই স্লোগান নিয়ে রাজ্যব্যাপী স্টুডেন্টস হেলথ হোমের পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজসেবী। গত ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে মহাসমারোহে ধর্মতলা থেকে মৌলালি পর্যন্ত সফলভাবে কেন্দ্রীয় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুড়ি বছর পরে এরকম বর্ণাঢ্য পদযাত্রা আমরা অনুষ্ঠিত করতে পারলাম। এজন্য আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় স্তরে হেলথ হোমের সকল কর্মী ও দরদীর অভিনন্দন প্রাপ্য।

এটা স্পষ্ট যে আবার শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে হেলথ হোম আন্দোলনের প্রতি মানুষের আস্থা এবং প্রত্যাশা বাড়ছে। কেন্দ্রীয় হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা সাধ্যমত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং লাগাতার বহুমুখী কর্মসূচী সামগ্রিকভাবে হেলথ হোম আন্দোলনে নতুন ভরবেগ যুক্ত করেছে। হেলথ হোমের সদস্য সংখ্যাও বাড়ছে। ধীরে হলেও কেন্দ্রীয় হাসপাতালে আউটডোরে রোগী বাড়ছে, ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে। অসুস্থ ছাত্রছাত্রী আবারও ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিতে পারছে। হেলথ হোমের পত্রিকা, ওয়েবসাইট, বিভিন্ন পুস্তিকা নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে।

নতুনভাবে উজ্জীবিত হেলথ হোম নতুন উদ্যোমে আগামী কয়েকমাসে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী সংগঠিত করবে। সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

হেলথ হোম পত্রিকার এই সংখ্যা আরও বেশি স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছবে এবং নতুন নতুন সৃজনশীল ভাবনায় হেলথ হোম আন্দোলন সম্পৃক্ত হবে এই আশা রাখি।

International Mother Language Day

Raja Bhattacharyya *(Teacher, Basunagar High School)*

Our Mothers give us birth after enduring a terific pain for a period of **9 MONTHS** – if not more.

The question is what is the cause that makes them feel to give birth to a child.

The reason is that they want to see their new born as some one who can and will be able to earn them name and fame through their service.

Now, the best service of mankind is the service to the cause of **HUMANITY**.

How can one develop best moral and human rationale?

It needs a mode and that mode necessitates a medium of communication, a language to be more precise.

Which Language you are adept in?

The answer is Mother's Language. The reason is that you have the maximum exposure to this language. You speak in this language from your birth. That's why, it is said that if any Language can fetch you maximum returns – it is one and only one - your Mother's Language.

An example would make the situation explicit – The Japanese could progress tremendously for their adoption and culture of Mother's Language.

There are 46 basic characters in the Japanese alphabet and additional characters / sounds that can be made from the basic 46. Kanji's (a system of Japanese writing) includes over 50,000 different characters, however, we only need to know about 2,000 of them to be considered fluent. We also only need to know about 5,000 Japanese vocabulary words to be considered fluent as well.

Despite this Japanese is the oficial language in Japan.

Look Japan stand's around 16th in the overall prosperity index rankings though the vocabulary demands special dedication for its assimilation.

Such advancement is possible for Japan due to one and only one use of their Mother's Language in any work including official work.

If one pays sincere regards to his/her Mother's Language I claim that success would hunt you and you need not move to attain success.

Another very very essential aspect is that your Mother's Language prompts you to devote your career for the Land in which your Mother is born. This is because your Mother is indebted to her birth place.

So there is a need to adopt and foster Mother's Language.

There is a proverb "Necessity is the Mother of Invention". So, Let me salute the Bangladeshi Activists Abdus Salam, Abul Barkat, Rafiq Uddin Ahmed, Abdul Jabbar and Shafiur Rahman who became Martyrs and many others injured for the cause of their mother tongue.

It all happened on 21st February 1952 when police opened fire on rallies.

This was a rare incident in history, where people sacrificed their lives for their mother tongue.

Since them, Bangladeshis honour and celebrate this day as one of their tragic days.

They visit the Saheed Minar a monument built in memory of the martyrs and its replicas to express their deep sorrow respect and gratitude to them. 21st February is an allotted holiday – a national holiday in Bangladesh. The resolution was suggested by Rafiqul Islam and Abdus Samal, Bangalies living in Vancouver, Canada. They wrote a letter to Kofi Annan on 9 January 1998 asking him to take a step for saving the World's languages from extinction by declaring an International Mother Language Day. Rafiq proposed the date as 21 February to Commemorate the 1952 killings in Dhaka during the Language Movement.

As is said "Languages are the most

Next page 3

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है –

कामना दास (आर्यकन्या महाविद्यालय, कक्षा IX)

28 फरवरी 1928 का दिन भारतीय इतिहास में एक महान दिन था। क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉ० चंद्रशेखर रमन द्वारा एक विशेष आविष्कार किया गया। वे एक तमिल ब्राह्मण थे और ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होनें भारत में कोई शोध कार्य किया। इन्होंने सन 1907 से लेकर 1933 तक इंडियन एसोसिएशन फर द कल्टीवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता पश्चिम बंगाल में काम किया। उनके प्रयास से उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और साल 1930 में उन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया। उनके इस प्रयास को याद रखने के लिए वर्ष 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइन्स एंड टेक्नालाजी कम्युनिकेशन द्वारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रुप में घोषित करने के लिए कहा गया। तब से भारतीय इतिहास के क्षेत्र में 28 फरवरी को वहुत ही उत्साह से मनाया जाता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य :-

इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में विज्ञान के प्रति जागरुकता पैदा करना है। इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित करने का एक मुख्य मकसद रमन प्रभाव और डॉ चन्द्रशेखर रमन को सम्मान देना तो था ही इसके अलावा भी इसके कई अन्य उदेश्य थे जो इस प्रकार हैं –

1. हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों कि महत्ता बताना भी इस दिन को मनाने का महत्वपूर्ण उदेश्य है।
2. मानव कल्याण और प्रगति के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र में सभी गतिविधियों प्रयासों, और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना भी इस दिन की मनाने के उदेश्यों में शामिल है।

राष्ट्रीय विज्ञान विषय का मूल उदेश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाता है। विज्ञान के बिना विकास की राह में तीव्रता से आगे नहीं बड़ा जा सकता। विज्ञान से गलत धारणा एवं अन्धविश्वासों का विनाश होता है।

देश के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच का प्रसार आवश्यक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे आयोजन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार में निश्चित रुप से सहायक सिद्ध हो सकते है। विज्ञान के द्वारा ही हम समाज के लोगों का जीवन स्तर अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरुकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उदेश्य से मनाया जाता है।

इसी दिन सभी विज्ञान संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय एवं अन्य विज्ञान प्रयोगशालाएँ, विज्ञान अकादेमियों, स्कूल और कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण आयोजनों में वैज्ञानिकों के भाषण, निबंध, लेखन, विज्ञान, प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रदर्शनी, सेमिनार तथा संगोष्ठी इत्यादि सम्मिलित है। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं दूसरे पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है। विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए विशेष पुरस्कार भी रखे जाते है।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মসূচী

উত্তর কোলকাতা ঃ ১৯.১.২৩ থেকে ২২.০১.২৩ — ২৪তম আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় উত্তর কোলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের অনেকের থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় পরীক্ষার শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত মেলায় উত্তর কোলকাতা স্টলে এসে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেছেন হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী, উত্তর কলকাতা হেলথ হোমের সভাপতি ডাঃ সঞ্জীব মিত্র, বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডাঃ স্নেহাঞ্জন সারেঙ্গী এবং বিশিষ্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ বাপ্পাদিত্য চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে ২৫ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা স্টুডেন্টস হেলথ হোম উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রে মেলা চলাকালীন কাজ করেছেন। মেলার শেষ দিনে থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় ছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, রক্তদানের প্রচার ও হেলথ হোমের প্রচার করা হয়েছে।

কোচবিহার ঃ ২৬.১.২৩ — স্টুডেন্টস হেলথ হোম কোচবিহার আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রজাতন্ত্র দিবস জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদযাপন করা হল।

বর্ধমান ঃ ২৬.১.২৩ — স্টুডেন্টস হেলথ হোম কোচবিহার আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রজাতন্ত্র দিবস জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদযাপন করা হল।

নর্থ হুগলি ঃ ১৪.৩.২৩ — স্টুডেন্টস হেলথ হোম, নর্থ হুগলি আঞ্চলিক কেন্দ্র, যাদবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা ও থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। জেলা হাসপাতালের থ্যালাসেমিয়া ইউনিট এর পক্ষ থেকে সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা করা হয় এবং ৩৪ জন ছাত্রীর রক্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

আমতা ঃ 'হাঁটো সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে, বাঁধো মানবতার বন্ধনে' -- এই মহান মন্ত্রে আমতা আঞ্চলিক কেন্দ্রে গত ১১ই মার্চ আমতা পিতাম্বর হাই স্কুল থেকে পদযাত্রা সংঘটিত করা হয়। এই পদযাত্রায় ১৩টি

(এরপর ৪র্থ পাতায়)

গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কি করে — সে ময়লা না হয় গুরু সান্নিধ্যে অথবা গুরুর উপদেশে যেতে পারে - কিন্তু দেহের ময়লা? দেহের বহিরঙ্গের ময়লা হয়ত সাবানে পরিষ্কার হবে - কিন্তু দেহের ভিতরের ময়লা যাবে কোনপথে? দেহযন্ত্রটার মধ্যে নিরন্তর অহরহ নানা বিপাকীয় কার্য হয়ে চলেছে - তার উপজাত হিসাবে তৈরী হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি। সেগুলির একটাই প্রধান পথ - কিডনী বা বৃক্ক। বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি মানব শরীরে মেরুদণ্ডের দুই পাশে পেটের ভিতরে থাকে - হাতের মুঠোর মত শিম্বাকার। হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত রেনাল আর্টারির মাধ্যমে বৃক্কে আসে। বৃক্ক দুটি রক্তের ছাঁকনি হিসাবে কাজ করে। প্রত্যেক বৃক্কে দশ লক্ষ ক্ষুদ্র ছাঁকনি (Nephron) আছে। এক সারিতে আনলে তাদের মিলিত দৈর্ঘ্য ৬০ কিমি ছাড়িয়ে যাবে। রক্ত এই ছাঁকনিতে পরিশ্রুত হয়ে ফিরে যায়। দূষিত পদার্থ নানা পথ বেয়ে মূত্রনালিতে এসে জমা হয়। সারাদিনে ১৭০ লিটার রক্ত পরিশ্রুত হলেও মূত্র তৈরি হয়

বিশ্ব কিডনী দিবস

ডাঃ তারকনাথ পাল (বিশিষ্ট চিকিৎসক - জেনারেল মেডিসিন)

প্রায় ১.৫ লিটারথ। এই মূত্রের মাধ্যমে দেহের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ যথা ইউরিয়া ক্রিয়েটেনিন ইত্যাদি নির্গত হয়। জলের ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রয়োজনীয় মৌল পদার্থ যতা সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড ফসফেট ইত্যাদির পরিমাণ সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়াও দুটি হরমোন রেনিন (Renin) যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও এরিথ্রপয়টিন (Erythropoitin) যা লোহিত কণিকা প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। এছাড়াও কিডনী মধ্যস্থ উৎসেচক ভিটামিন-ডি কে সক্রিয় করে যার অভাবে রিকেটস্, অস্টিওপোরেসিস ইত্যাদি হাড়ে রোগ হয়।

সুতরাং এহেন যে কিডনী যা নেপথ্যে এত কিছুর জন্য দায়ী তাকে সামান্য ছাঁকনি ভেবে অবহেলা করা উচিৎ নয়। নানা কারণে দিনের পর দিন মানুষের কিডনী ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে শুধু আমেরিকাতেই প্রায় আড়াই কোটি মানুষ বৃক্কের অসুখে ভুক্তভোগী। আমাদের দেশে হয়ত আরও বেশি — যদিও সঠিক সমীক্ষা হয় নাই। বৃক্কর প্রতি যত্নবান হলে প্রতি বছর প্রায় ১২ হাজার মানুষের মৃত্যু ঠেকানো যায়। বৃক্কের অসুখের নানা কারণের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিস (মধুমেহ) প্রধান। তাছাড়া নিয়মিত মাদক সেবন, নানা ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিশেষত ব্যথা বেদনার ওষুধ অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণও এর অন্যতম কারণ।

বৃক্ক বিকল হলে বা নিষ্ক্রিয় হলে কি হয়? শরীরের বর্জ্য পদার্থ নির্গত হতে না পেরে বিষক্রিয়া ঘটায়। মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে ও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। তখন আর কৃত্রিম পরিশোধনের (Dialysis) দ্বারাও জীবনকাল দীর্ঘায়িত করা যায় না।

তাই কিডনী সম্বন্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে ও বৃক্কের অসুখ থেকে সাবধান হতে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে, কোচিতে প্রথম 'World Kidney Day' বা বিশ্বকিডনী দিবস পালিত হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার এই দিনটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে প্রায় ১০০টি দেশে। সতর্কতা ও সচেতনতার প্রসার ঘটানোই এর লক্ষ্য।

সকলকে আহ্বান করা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো নীরব ঘাতক রোগ থেকে সাবধান হতে। ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ওষুধ না খেতে ও রক্তের কিছু গুণমান (প্যারামিটার) যথা সুগার, কোলেস্টেরল, ক্রিয়াটিন ও প্রস্রাবের প্রোটিন নিয়মিত পরীক্ষা করতে। একবার কিডনী বিকল হলে তার নিরাময়ের পথ বিশেষ নেই — একমাত্র আগাম প্রতিরোধই মানুষকে রক্ষা করতে পারে।

১ম পাতার পর..... **কুষ্ঠরোগ নির্মূল .....**

সংক্রমণ ঘটতে পারে, কারণ শরীরের বাইরে লেপ্রসীর জীবাণু কয়েকদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। অসংক্রমিত ব্যক্তির শ্বাসনালীতে জীবাণু ঢুকলে, সেটি ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তে চলে আসে — রক্ত থেকে চলে যায় চামড়া ও স্নায়ুতে। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে জীবাণু কেমন আচরণ করবে। সাধারণতঃ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকলে 'টিউবারকুলয়েড লেপ্রসী' হয় ও কম থাকলে 'লেপ্রমেটাম লেপ্রসী' হয়। এই দু-ধরনের মাঝামাঝি আরো বিভিন্ন ধরনের 'লেপ্রসী' হতে পারে। লেপ্রমেটাস লেপ্রসী বেশী সংক্রামক।

সংক্রমণের লক্ষণসমূহ ঃ

(১) চামড়া — চামড়ায় হালকা ছোপ, যা আশপাশের চামড়া থেকে হালকা রং-এর, অনেকদিন ধরে আছে, চুলকায় না এবং স্পর্শ, বেদনা ও তাপ-এর কোন অনুভূতি নেই। চামড়া ক্রমশঃ মোটা হতে থাকে আশপাশের তুলনায়; বিশেষতঃ হাত-পা ও মুখে, ফলে অনেক সময় টিউমার-এর মতো ফোলা দেখা যায়। অনেক সময় চোখের ভ্রু ও চোখের পাতার লোমগুলি নষ্ট হওয়ার ফলে লেপ্রসী রোগীর এক বিশেষ ধরনের মুখের চেহারা হয়, যাকে বলা হয় 'লিওনিন ফেস'।

(২) স্নায়ু বা নার্ভ — মূলতঃ হাত, পা ও মুখের স্নায়ু আক্রান্ত হয় লেপ্রসীতে। কনুই, হাঁটু ও গোঁড়ালির কাছের নার্ভগুলি ও মুখের নার্ভগুলি সংক্রমিত হয়ে মোটা ও শক্ত হয়ে যায় এবং বেদনাদায়ক হয়। নার্ভগুলি অবশ হয়ে যাওয়ার ফলে মাংস পেশীগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। চোখের নার্ভ ও মাংসপেশী দুর্বল হলে চোখ ভেতরে ঢুকে যেতে পারে ও চোখে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। নার্ভ অবশ হলে চামড়ার অনুভূতি নষ্ট হয় এবং কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণজনিত কারণে চামড়ায় ফোসকা বা গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ হাত ও পায়ের আঙুলে। এগুলি যথাযথ চিকিৎসা না করলে অঙ্গবিকৃতিও ঘটতে পারে। হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করা, পিন ফোটানো বা পিঁপড়ে চলাফেরা করার অনুভূতিও হয় অনেক সময়, বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে।

(৩) অনেক সময় নাকের ভিতর শক্ত পদার্থ জমা, নাক বুঁজে যাওয়া, নাক থেকে রক্ত পড়া ইত্যাদি উপসর্গগুলিও প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে।

রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা ঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের মধ্য দিয়ে 'মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রা' দেখা হয়। সাধারণতঃ কানের লতি ও নিতম্বের চামড়ায় ছুরি দিয়ে অল্প কেটে তার ভিতর দিয়ে চেঁচে কোষরস নেওয়া হয় স্লাইডে ; স্লাইডের পদার্থটি প্রথমে রাসায়নিক দিয়ে রং করে (জিল - নেলসন স্টেনিং) ওপরে অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হয়। যন্ত্রের লেন্সটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জীবাণু সংখ্যা অনুযায়ী স্তরবিন্যাস (স্কেলিং) করা হয়। নাক থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ পরীক্ষা করেও জীবাণুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এছাড়াও ফ্লুরোসেন্ট - লেপ্রসী অ্যান্টিবডি অ্যাবসরপেশন টেস্ট (FLA - ABS), রেডিয়োইমিউনোঅ্যাসে (RIA), এনজাইম-লিঙ্কড ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে (ELISA), পলিমারেজ চেন রিয়্যাকশন (PCR) ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমেও জীবাণু ধরা পড়ে।

মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রা জীবাণুর 'অ্যান্টিজেন' শরীরে প্রয়োগ করে জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা আছে জানা যায় — একে বলে লেপ্রমিন টেস্ট। এই পরীক্ষা নেগেটিভ হলে লেপ্রমেটাস লেপ্রসি হওয়ার সম্ভাবনা।

কুষ্ঠ দূরীকরণ কর্মসূচী ঃ ১৯৫৫ সালে প্রথম আমাদের দেশে 'জাতীয় কুষ্ঠ দূরীকরণ কর্মসূচী (National Leprosy Control Programme - NLCP) শুরু হয় এবং DAPSONE ওষুধ বিনামূল্যে রোগীদের দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালে অনেকগুলি ওষুধ এক সঙ্গে প্রয়োগ (Multi Drug Treatment - MDT) এর মাধ্যমে 'জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূল কর্মসূচী' (National Leprosy Eradication Programme - NLEP) শুরু হয় Rifampicin, Clofazimine ও Dapsone এই তিনটি ওষুধ দিয়ে। কুষ্ঠরোগীরা সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে — ১৯৮৩ সালে যেখানে প্রতি ১০,০০০ জনে ৫৭.৮ জন কুষ্ঠরোগী থাকত, ২০০১ সালে সেটা এসে দাঁড়ায় ৩.৭ জনে। ২০০১ সালে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা সাধারণ সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত করা হয়। কিন্তু পুরানো রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠলেও, নতুন রোগীরা আক্রান্ত হতে থাকেন। ২০০২ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে ১০,০০০ জন পিছু কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১-এর নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়। ২০০৫ সালে এই লক্ষ্য অর্জিত হয়, কিন্তু কতকগুলি জেলায় ও ব্লকে রোগীর সংখ্যা এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না এবং নতুন রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ২০২০ সালে নতুন রোগী ছিল ১,১৪,৪৫১ জন এবং তারম ধ্যে ২.৪ শতাংশের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। বর্তমানে বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িষা, মধ্যপ্রদেশ, এর মতো পশ্চিমবঙ্গও একটি কুষ্ঠ অধ্যুষিত রাজ্য। আক্রান্তের নিরীখে পশ্চিমবঙ্গের ৫ টি ব্লক সর্বোচ্চ, ৭১টি ব্লক উচ্চ, ২৫টি ব্লক মধ্যম ও ২৪০টি ব্লক নিম্নমাত্রায় আক্রান্ত।

এখনই কাজে নামো, কুষ্ঠ নির্মূল করো ঃ কোভিড সংক্রমণকালে রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে পড়ে। ফলে রোগ নির্ণয় ২০২০-২১ সালে ৪৩ শতাংশ ও ২০২১-২২ সালে ৩৪ শতাংশ কমে যায়। ২০২২ সালে তাই নতুন নীতি প্রয়োগ করা শুরু হয় এবং ২০২৩-২৭ সালে কুষ্ঠ নির্মূলকরণের নতুন পথ নির্ধারণ করা হয়। যে সমস্ত জেলায় রোগীর সংখ্যা বেশী, রোগী সনাক্ত ও সংক্রমিত রোগী থেকে রোগ ছড়ানো প্রতিরোধ করতে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। যে সমস্ত জেলায় রোগীর প্রচলিত ওষুধে কাজ না হওয়া ও ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হওয়া রোগীদের অনুসন্ধানের কাজও চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয় ২০২৩-২৭ সালের মধ্যে পরপর পাঁচ বছর ১৫ বছরের কম শিশুদের নতুন রোগাক্রান্তের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার, পরবর্তী তিন বছরে প্রতি বছরে রোগাক্রান্ত নতুন রোগীর সংখ্যা (যে কোন বয়সের) শূন্যে নামিয়ে আনার এবং এরপর দশ বছরে রোগী অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাওয়ার। ২০২৩ সালে 'জাতীয় কুষ্ঠ দিবস'-এর তাই শ্লোগান ছিল 'এখনই কাজে নামো কুষ্ঠ নির্মূল করো।'

মনে রাখতে হবে, ২০৩০ সালে ডায়াবেটিস রোগে ভারতবর্ষ বিশ্বের রাজধানী হতে চলেছে, কিন্তু কুষ্ঠ রোগে ভারতবর্ষ এখনই বিশ্বের রাজধানী। সঠিক চিকিৎসা করলে চিকিৎসা শুরুর অল্প কয়েকদিন পর থেকেই কুষ্ঠরোগীর শরীর থেকে অন্যদের সংক্রমণ ছড়াতে পারে না, রোগীও সুস্থ হয়ে সমাজ জীবনে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। তাই ঘৃণা নয়, আসুন সবাই মিলে কুষ্ঠরোগকে দেশ থেকে তাড়াই।

২য় পাতার পর..... **আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মসূচী**

বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী, ১৮জন শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক অভিভাবিকা, সংগঠক অংশগ্রহণ করেছে।

কাকদ্বীপ ঃ কেন্দ্রীয় স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অনুপ্রেরণায় স্টুডেন্টস হেলথ হোম, কাকদ্বীপ আঞ্চলিক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ''হাঁটো সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে, বাঁধো মানবতার বন্ধনে'' এই বার্তা এলাকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে ২৮ শে মার্চ, ২০২৩ বেলা ২.৩০ মিনিটে কেন্দ্রের ফান্ড ইন-চার্জ দেবপ্রসাদ মজুমদার ও সহ-সম্পাদক বনানী দাসের পরিচালনায় কাকদ্বীপ চৌরাস্তা থেকে সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির পর্যন্ত ব্যান্ডপার্টি ও মাইক সহযোগে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ১০টি স্থানীয় বিদ্যালয়ের ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী ও ১৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের ১০ জন সংগঠক এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের কার্যকরী সভাপতি উৎপল দাস, সহ-সভাপতি মলয় চক্রবর্তী ও কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তনের শিক্ষক দেবদুলাল পাজা। পদযাত্রার শেষে সামান্য জলযোগের ব্যবস্থাও করা হয়।

কালিয়াগঞ্জ ঃ গত ২৯.৩.২৩ প্রায় ২০০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও ১৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। পদযাত্রার মূল বিষয় ছিল 'হাঁটো সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে, বাঁধো মানবতার বন্ধনে'।

কাটোয়া ঃ ৩১.৩.২৩ — শুক্রবার সকাল ৭টায় কাটোয়া টুডেন্টস হেলথ হোম থেকে শুরু হয় ঐতিহাসিক পদযাত্রা। শেষ হয় সকাল ৯টায় উপস্থিত ছিলেন কোলকাতা কেন্দ্র থেকে নাজেস নওরজ, কাটোয়া আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে সম্পাদক ডাঃ প্রভাত ভড়, সভাপতি নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ নির্মলেন্দু সরকার, রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক ডঃ তুষার পণ্ডিত ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং স্কাউট / এন,সি,সি আধিকারিকগন।

কাটোয়া ডি,ডি,সি বালিকা বিদ্যালয়, কাটোয়া বালিকা বিদ্যালয়, কাটোয়া ভারতী ভবন, শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, কাটোয়া কলেজ, সন্দীপন স্কুল, বিধান স্কাউট, ভিক্টোরিয়া গাইড, অভিযাত্রী স্কাউট, গাইড, আপনজন স্কাউট / গাইড, গৌরাঙ্গ স্কাউট, ইন্দ্রাণী গাইড, সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স, কাটোয়া, কাটোয়া মহকুমা ভলান্টারি ব্লাড ডোনর্স ফোরাম, আপনজন যোগ সেন্টার, এন, সি,এস,এম সেন্টার থেকে মোট ৫৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাটোয়া তথ্য কেন্দ্রের ঢাকা ও স্কাউট দলের ব্যান্ড। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় পদযাত্রা সফল হয়।

চন্দননগর ঃ স্টুডেন্টস হেলথ হোমের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসূচী অনুসারে গত ২৯ শে মার্চ, ২০২৩, চন্দননগর আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্ধারিত পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিটি সদস্য বিদ্যালয় থেকে ২০ জন ছাত্র/ছাত্রী এবং ২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এই পদযাত্রার অংশ গ্রহণ করে। বিদ্যালয় প্রধানগণ বিশেষ গুরুত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে প্রায় চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের ব্যানার, ফেস্টুন, ব্যান্ড, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত ট্যাবলো নিয়ে, নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম পরিহিত হয়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং এতে এক অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছিল। এছাড়া, চন্দননগরের মহানাগরিক শ্রী রাম চক্রবর্তী মহাশয়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ প্রবুদ্ধ গোষ, ডঃ শ্যামলী ঘোষ, কয়েকটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ এবং শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। চন্দনগরের নাগরিকবৃন্দ স্টুডেন্টস হেলথ হোমের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায়। স্থানীয় পত্রপত্রিকায়, সোস্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল।

হাবড়া ঃ ০৩.০২.২৩ — স্টুডেন্টস হেলথ হোম, হাবড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের ২৭তম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান।

১৫.০৩.২৩ — স্টুডেন্ট হেলথ হোম, হাবড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের ২৭তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির, হোমের দ্বিতল ভবন উদ্বোধন ও স্মরণিকা পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের কিছু অংশ। শিবিরে ৩৯ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী রক্তদান করেন।

স্টুডেন্টস হেলথ হোম, হাবড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ''হাঁটো সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে, বাঁধো মানবতার বন্ধনে' ২৭শে মার্চ, ২০২৩ থেকে ৬ই এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা হতে পদযাত্রা করার পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হল। ৩১শে মার্চ অবধি সর্বমোট ২১টি পদযাত্রা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের পদযাত্রা ১লা এপ্রিল থেকে ৬ই এপ্রিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

হেলথ হোম

১০.২.২৩ —হাতিয়াড়া থেকে এক ছাত্র হাতের দুটি হাড়ে বাজে ফ্রাকচার নিয়ে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে এসেছিল। হোমের বহু পুরানো C-ARM মেশিনটি সম্প্রতি আবার খারাপ হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রটির অপারেশনে C-arm অবশ্যই দরকার। অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ উৎপল ব্যানার্জী নিজ উদ্যোগে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেশিনটি সারানোর ব্যবস্থা করে তার অপারেশন করেন। নতুন উদ্যোগে হোমের অপারেশন থিয়েটার চালু হবার পরে ডাঃ ব্যানার্জী আরও কয়েকটি ছাত্র/ছাত্রীর অপারেশন করেছেন। তবে এবারে তাঁর ভূমিকা সত্যি অনবদ্য। আমরা অভিভূত। এভাবেই শত বাধা অতিক্রম করে স্টুডেন্টস হেলথ হোম এগিয়ে চলুক।

৫.৩.২৩ — স্টুডেন্টস হেলথ হোমে ক্যানসার কেয়ার ইউনিট চালু হয়। উদ্বোধন করেন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে নিরলস যোদ্ধা ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক ডাঃ শঙ্কর নাথ। এই ইউনিটে ডে কেয়ার কেমোথেরাপি এবং ক্যান্সারের বিবিধ অপারেশনের ব্যবস্থা ছাড়াও থাকছে ক্যান্সার সচেতনতা ও প্রতিরোধ এবং আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারকে বাণিজ্যিক স্বার্থ বর্জিত সঠিক দিগ নির্দেশের ব্যবস্থা।

এই ইউনিট অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ কাজী সাজ্জাদ মুনির এর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। যুক্ত থাকবেন —

- ম্যাক্সিলোফেসিয়াল - ওরাল সার্জেন অধ্যাপক ডাঃ অমিত রায় ও ডাঃ জয়ন্ত চ্যাটার্জি।
- রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জেন অধ্যাপক ডাঃ গৌরব রঞ্জন চৌধুরী।
- সার্জিকাল অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ দেবাশিস চ্যাটার্জি।
- গাইনোকোলজিকাল অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ মৈনাক মাইতি এবং অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ অর্ণব অধিকারী, ডাঃ জ্যোতিরূপ গোস্বামী ও ডাঃ দেবোত্তম বর্মন।

স্টুডেন্টস হেলথ হোম কার্যকরী সমিতির সভা উপলক্ষে আগত সারা রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন হোমের অন্যান্য দরদীরাও। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় হোমের অন্যতম সহ সভাপতি নাজেস নওরোজ।

এই সভায় হোমের প্রাক্তণ সভাপতি ডাঃ রমেন কুন্ডুর স্মরণে সনোলজি মেশিন কেনার জন্য গঠিত তহবিলে দীপা সেন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, শ্রীমতি দিপ্তী সোম সিনহা ১০ হাজার টাকা, শ্রীমতি কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য ১৫ হাজার টাকা ও ডাঃ শঙ্কর নাথ ১০ হাজার টাকা দান করেন। স্টুডেন্টস হেলথ হোম প্রত্যেক দাতাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

পদযাত্রার খবর —

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের রাজ্য ব্যাপী পদযাত্রার দিন-তারিখ ঃ **কাকদ্বীপ** – ২৮শে মার্চ দুপুর ২.৩০; **কালিয়াগঞ্জ** – ২৯শে মার্চ সকাল ১১টা; **বালি** – ২৯শে মার্চ সকাল ১০.৩০টা ; **চন্দননগর** – ২৯শে মার্চ; **কাটোয়া** – ৩১শে মার্চ সকাল ৭টা; **রায়গঞ্জ** – ৩১শে মার্চ সকাল ১১.৩০টা ; **নর্থ হুগলি (চুঁচুড়া)** – ১লা এপ্রিল সকাল ৭টা; **চম্পাহাটী** – ১লা এপ্রিল সকাল ৮-৩০টা; **বহরমপুর** – ১লা এপ্রিল সকাল ৮.৩০টা ; **ডোমকল** – ১লা এপ্রিল বেলা ১টা ; **কোচবিহার** – ১লা এপ্রিল দুপুর ২টো ; **শিলিগুড়ি** – ১লা এপ্রিল দুপুর ২টো ; মালদা - ১লা এপ্রিল দুপুর ২টো; **বাঁকুড়া** – ২রা এপ্রিল সকাল ৮টা ; **রাণীগঞ্জ** – ২রা এপ্রিল ; **জঙ্গিপুর** – ২রা এপ্রিল সকাল ৮টা ; **কান্দি** – ২রা এপ্রিল সকাল ৮টা ; **বর্ধমান** – ৬ই এপ্রিল দুপুর ২.৩০টা; **হাবড়ায়** বিভিন্ন এলাকা থেকে হাবড়ার নিজস্ব ভবন অভিমুখে টানা সাতদিন পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। **কৃষ্ণনগর** – ২/৭ই এপ্রিল; এছাড়াও গঙ্গারামপুর, জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, পুরুলিয়া, জিয়াগঞ্জ, মেদিনীপুর, বসিরহাট, বালুরঘাট। কলকাতা সংলগ্ন কেন্দ্রগুলি স্থানীয় পদযাত্রা না করে কেন্দ্রীয় পদযাত্রায় যোগ দেবে।

কোলকাতা ঃ

২৪.১.২৩ কোলকাতা ন্যাশনাল মোডিকেল কলেজ এণ্ড হসপিটালের থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিট, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানে প্রায় ৮০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ৫৪ জন ছাত্রছাত্রীর থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করা হয়।

১০.১.২০২৩ — টাকীর জিএসএমএস (বয়েজ) থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও চিকিৎসা শিবিরে প্রায় ১০২ জন ছাত্রের থ্যালাসেমিয় পরীক্ষা করে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিট।

৩.২.২৩ — কোলকাতার টাকী বয়েজ স্কুলে কোলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এণ্ড হসপিটাল তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে প্রায় ১৩২ জন ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা করে।

১৭.২.২৩ — নেতাজীনগর বালিকা বিদ্যামন্দিরে কোলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এণ্ড হসপিটালের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত থ্যালাসেমিয় সচেতনতা শিবিরে প্রায় ৮৪ জন ছাত্রীর থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করা হয়।

after page 2..... **International Mother Language Day**

powerful instruments of preserving and developing our tangible and intangible heritage." All moves to promote the dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to develop fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on (i) understanding (ii) tolerance and (iii) dialogue.

Rafiqul Islam's proposal was introduced in the Bangladeshi parliament and in due course (at the behest of Prime Minister Sheikh Hasina) a formal proposal was submitted to UNESCO by the Government of Bangladesh. The process of regulating and giving an assent to the proposal through UNESCO's body / forum was undertaken by Syed Mudzzem ali, then Bangladesh ambassador France and Permanent Representative to UNESCO and Tozammel Tony Hug, his predecessor, who was then a Special Adviser to UNESCO Secretary General Federics Mayor.

Finally, on 17 November 1999, the 30th General Assembly of UNESCO unanimously resolved that "21st February be proclaimed International Mother Language Day throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very day in 1952".

To sum up, we may say that celebration of International Mother Language Day is an attempt to make 21st February every year the most memorable day to honour the Martys of Bangladesh as mentioned earlier and at the same time to presence and propagate the MULTILINGUAL, MULTICULTURAL SOCIETY OF OURS.

স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুদ্রণ গ্রাফিকা, ৪১, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ ৯৮৩১৮৫১৮৯৭